দারিদ্র্যবিমোচনে ছাগল পালন

ভূমিকা

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে দেশে পোল্ট্রি এবং মৎস্য উৎপাদন দ্রুত বাড়লেও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে পশুসম্পদ বিশেষ করে ছাগলের উৎপাদন আশানুরূপ বাড়েনি। এদেশে প্রাপ্ত প্রায় ১৫ মিলিয়ন ছাগলের প্রায় ৭৬%পালন করে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ধরনের খামারিরা। বাংলাদেশে প্রাপ্ত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংস যেমন সুস্বাদু, চামড়া তেমনি আন্তর্জাতিকভাবে উন্নতমানের বলে স্বীকৃত। তাছাড়া ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতা অধিক এবং তারা দেশীয় জলবায়ুতে বিশেষভাবে উৎপাদন উপযোগী।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল প্রধানত মাংস ও চামড়া উৎপাদনকারী জাত হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃত। এদের গড় ওজন (১৫-২০ কেজি) ও দৈনিক ওজন বৃদ্ধির হার (২০-৪০ গ্রাম/দিন) বিশ্বের অন্যান্য স্বীকৃত মাংস উৎপাদনকারী জাত যেমন ঃ বোয়ের, সুদানিজ ডেসারট, বারবারি ইত্যাদির চেয়ে অনেক কম। তবে এদের বছর অনুযায়ী বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতা অন্যান্য বিদেশী জাতের ছাগলের তুলনায় অনেক বেশি বলে সার্বিক মাংস উৎপাদনের পরিমাণও বেশি। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের দুধের উৎপাদন বাচ্চার চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় বাচ্চা মৃত্যুর হার বেশি। তবে গর্ভবতী ছাগলের পর্যাপ্ত পুষ্টিসহ স্বাস্থ্য ও প্রজনন ব্যবস্থাপনা এই সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখে। ছাগল পালনের মাধ্যমে একজন ভূমিহীন বা প্রান্তিক খামারি কিভাবে বাড়তি আয় করতে পারেন এলক্ষ্যেই মডেলটি উদ্ভাবিত।

মডেলের ধরন ঃ ছাগল পালন মডেলটি ১ নং লেখচিত্রে দেখানো হলো। এখানে খামারিকে একবার/দুইবার বাচ্চা দিয়েছে এরূপ দুইটি ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগী ধারে সরবরাহ করতে হবে।

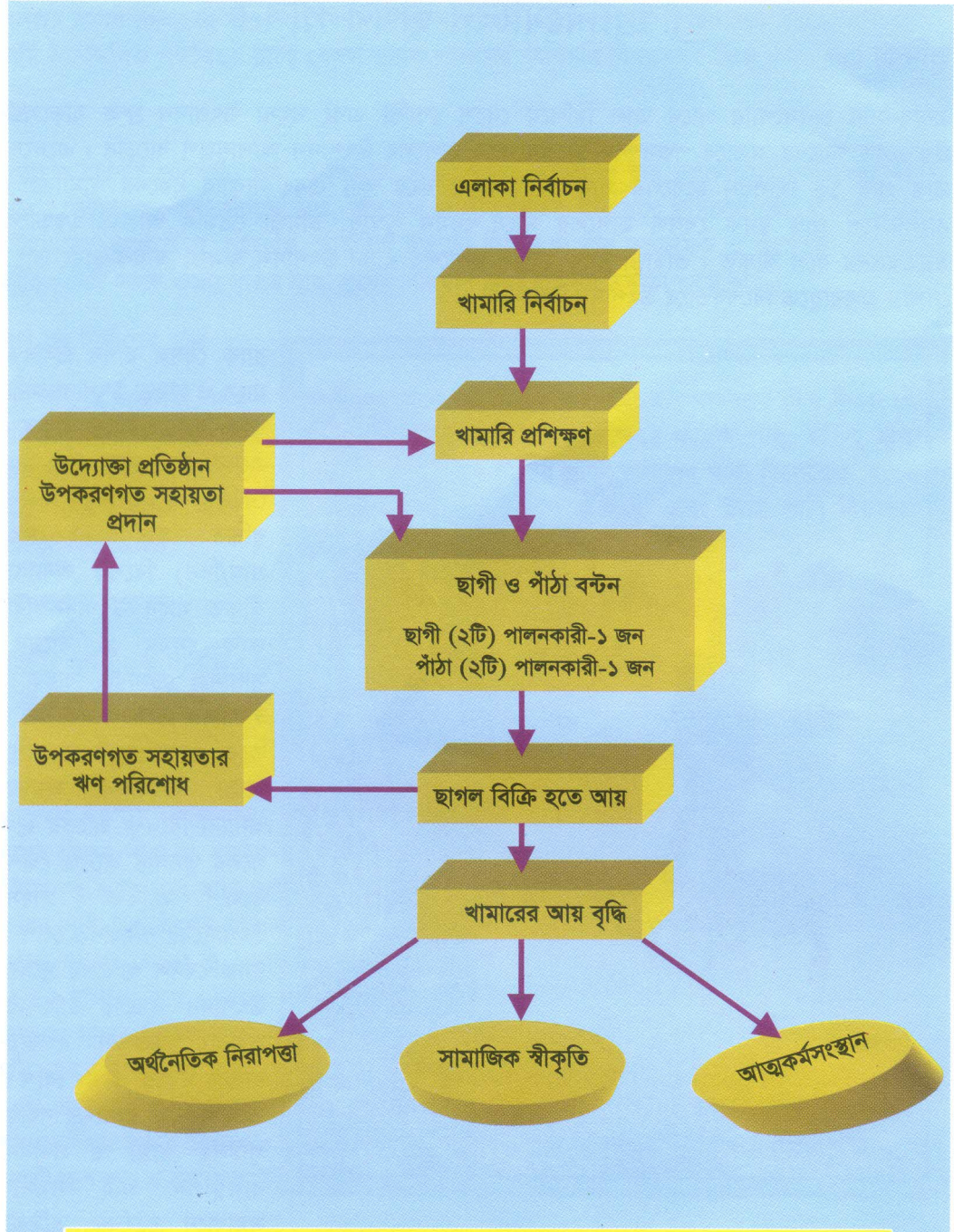

চিত্র ১ঃ দারিদ্র্যবিমোচনে ছাগল পালন পদ্ধতি

সেই সাথে খামারিকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে হবে। পরবর্তী ১-২ বছরে কিস্তিতে উক্ত মূল্য শোধ করতে হবে। তবে ছাগলের মৃত্যুজনিত কারণ এসময়ের পরিবর্ধন করা যাবে। তাছাড়া প্রযুক্তিগত সহায়তা খামারিগণকে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান থেকে সরবরাহ করতে হবে। একটি এলাকায় ১০-১৫টি মডেল খামারির জন্য ২টি ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের পাঁঠা ধারে সরবরাহ করা হবে যার দায়িত্বে থাকবেন একজন খামারি। তিনি সরবরাহকৃত পাঁঠার সাহায্যে মডেল খামারিদের ছাগীসহ অন্যান্য ছাগীর প্রজনন করাবেন। এ ক্ষেত্রে প্রতি সার্ভিসের জন্য ২৫ টাকা ফি নির্ধারণ করা হবে। প্রাপ্ত ফি থেকে উক্ত খামারি পাঁঠার মূল্য পরিশোধসহ পাঁঠার রক্ষণাবেক্ষণের অন্যান্য ব্যয় মেটাবেন। খামারিগণ তাদের খামারের আয়তন ১০-১২টি ছাগলের মধ্যে রাখবেন। এজন্য তারা খাসীকৃত ছাগলকে ৮-১২ মাসের মধ্যে এবং পাঁঠী বাচ্চাকে ৬ মাসের মধ্যে বিক্রি করবেন। এতে একজন খামারি বছরে দুইটি ছাগী থেকে গড়ে ৪টি খাসী ও ৩টি পাঠী বিক্রি করতে পারবেন।

খামারি নির্বাচন

একটি এলাকায় ১০-১৫ খামারি নিম্নোক্ত যোগ্যতায় বাছাই করা হবে।

১. খামারি ভূমিহীন/প্রান্তিক হবেন,

২. দুঃস্থ মহিলা/বেকার যুবকদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে,

৩. ছাগল পালনে আগ্রহী ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে,

৪. এমন খামারি নির্বাচন করা যিনি খামারে যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করতে এবং দেয় শর্তসমূহ মেনে চলতে আগ্রহী।

খামারি প্রশিক্ষণ

নির্বাচিত খামারিদের ছাগল পালনের প্রযুক্তিগত দিক যেমন- আবাসন, খাদ্য/পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও প্রজনন সম্পর্কে ১-৩ দিনের মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

উৎপাদন ব্যবস্থাপনা

ঘর

ছাগল সাধারণত পরিষ্কার, শুষ্ক, দুর্গন্ধমুক্ত, উষ্ণ, পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচলকারী পরিবেশ পছন্দ করে। গোবরযুক্ত, স্যাঁতস্যাঁতে, বদ্ধ, অন্ধকার ও পুঁতিগন্ধময় পরিবেশে ছাগলের রোগবালাই যেমন- নিউমোনিয়া, একথাইমা,চর্মরোগ, ডায়রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় সংক্রামক ও পরজীবী রোগ হতে পারে। সেই সাথে ওজন বৃদ্ধির হার, দুধের পরিমাণ এবং প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়। সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখা একটি পূর্ণবয়স্ক ছাগলের জন্য গড়ে ৮-১০ বর্গ ফুট জায়গা প্রয়োজন। প্রতিটি বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য ৫ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন। দুটি ছাগী দ্বারা শুরু করা খামারে বছরে গড়ে ১০-১৩টি বিভিন্ন বয়সী ছাগল থাকবে। সেই হিসেবে একজন খামারিকে প্রায় ৬০ (৬ × ১০) বর্গ ফুট আয়তনের মাচা করতে হবে। এই মাচা খামারি ঘরের একাংশেও হতে পারে বা পরবর্তীতে আলাদা ঘরেও হতে পারে। ছাগলের ঘর ছন, গোলপাতা, খড় দিয়ে তৈরি হতে পারে। মাচাটি বাঁশের তৈরি হতে পারে। মাটি থেকে মাচার উচ্চতা ৩ ফুট। ছাগলের বিষ্ঠা ও চনা পড়ার সুবিধার্থে বাঁশের চটা বা

কাঠকে ০.৫ ইঞ্চি ফাঁকা রাখতে হবে। মাচার নিচ থেকে সহজে গোবর ও প্রস্রাব সরানোর জন্য ঘরের মেঝে মাঝ বরাবর উঁচু করে দুই পার্শ্বে ঢালু (২%) রাখতে হবে। মেঝে মাটির হলে সেখানে পর্যাপ্ত বালি/ছাই দিতে হবে। বৃষ্টি যেন ঘরে না ঢুকে সে জন্য ছাগলের ঘরের চালা ১-১.৫ মি. (৩.২৮-৩.৭৭ ফুট) ঝুলিয়ে দেয়া প্রয়োজন। শীতকালে রাতের বেলায় মাচার চার পাশের দেয়ালকে চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। শীতের সময় মাচার উপর ১০-১২ সে. মি. (৪-৫ ইঞ্চি) পুরু খড়ের বেডিং বিছিয়ে দিতে হবে। এসময় রাতে চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যা বাচ্চাকে ঠান্ডা থেকে রক্ষা করবে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনাই খামারের অন্যতম প্রধান বিষয়। বয়স ও উৎপাদন ভিত্তিতে ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিম্নরূপঃ

ছাগলের বাচ্চাকে শালদুধ ও সাধারণ দুধ খাওয়ানো

ছাগী বাচ্চা প্রসবের প্রথম তিন দিনের দুধকে কলস্ট্রাম বলে। সাধারণ দুধ ও শালদুধের কম্পোজিশন ১ নং সারণিতে দেয়া হলো।

সারণি ১ ঃ ছাগলের দুধ ও কলস্ট্রামের উপাদানের শতকরা হার

	ফ্যাট	প্রোটিন	লেকটোজ	খনিজ	মোট শুষ্ক পদার্থ
সাধারণ দুধ	৫.০৯	৩.৩৩	৬.০১	১.৬০	১৬.০৩
শালদুধ	৫.৬	৮.১০	৪.৮০	০.৮৫	২০.৩০

সাধারণত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাচ্চার জন্মের সময় ওজন ০.৮-১.৫ কেজি (গড়ে ১.০০ কেজি) হয়। বাচ্চা জন্মের পরপরই পরিষ্কার করে আধা ঘন্টার মধ্যেই মায়ের শালদুধ খেতে দিতে হবে। বাচ্চাকে খাওয়ানোর নিয়ম হলো প্রতি কেজি ওজনের জন্য ১৫০ থেকে ২০০ গ্রাম শালদুধ খাওয়ানো। এই পরিমাণ দুধ দিনে ৮-১০ বারে ভাগ করে খাওয়াতে হবে। শালদুধ খাওয়াতে দেরি হলে উক্ত দুধ হজম হয়না। শালদুধ বাচ্চার শরীরে এন্টিবডি তৈরি করে রোগ প্রতিরোধ শক্তিবৃদ্ধি করে। দুই বা ততোধিক বাচ্চা হলে প্রত্যেকেই যেন শালদুধ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

ছাগলের বাচ্চাকে ঘাস খাওয়ানো

টেবিল-২ এ বলা হয়েছে যে, ছাগল ছানাকে জন্মের প্রথম সপ্তাহ থেকে ঘাসের সাথে পরিচিত করে তুলতে হবে। সাধারণত শুরুতে মায়ের সাথেই ছাগল ছানা ঘাস খেতে শিখে। ভালভাবে অভ্যস্ত করলে এক মাসের মধ্যে বাচ্চাকে কচি ঘাস যেমন- দুর্বা, সেচি, আরাইলা, মাষকলাই, খেসারিসহ অন্যান্য উন্নত জাতের ঘাস যেমন- নেপিয়ার, রোজি, প্লিকাটুলাম, সেন্টোসোমা, এন্ড্রোপোগন প্রভৃতি ঘাস খাওয়ানো যেতে পারে। তাছাড়া, ইপিল ইপিল, কাঁঠালপাতা, ধইনচাপাতা ইত্যাদি খাওয়ানো যেতে পারে। এসব ঘাস পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করতে হবে যা ছাগল ছানা তাদের চাহিদানুসারে খেতে চায়।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ছানা সাধারণত ২-৩ মাসের মধ্যে দুধ ছাড়ে। জন্ম থেকে তিন মাস বয়স পর্যন্ত নিম্নোক্ত হারে ছাগল ছানাকে খাওয়ানো উচিত (সারণি ২)

সারণি ২ ঃ ছাগল ছানার বয়সভিত্তিক খাদ্য সরবরাহ

বয়স (সপ্তাহ)	প্রতি কেজি ছাগলের জন্য দুধ (গ্রাম)	ভাতের মাড় (গ্রাম)	কচি ঘাস
০-২	২০০	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ
৩-৪	২৫০	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ
৫-৬	২৫০	১৫০	সামান্য পরিমাণ
৭-৮	২৩০	২৫০	পর্যাপ্ত পরিমাণ
৯-১০	২১০	৩০০	পর্যাপ্ত পরিমাণ
১১-১২	২০০	৩৫০	পর্যাপ্ত পরিমাণ

বিঃ দ্রঃ ছাগলকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিষ্কার পানি সরবরাহ করা উচিত।

বাচ্চার অন্যান্য ব্যবস্থাপনা

১. জন্মের পর পর বাচ্চাকে পরিষ্কার করে নাভি থেকে ৩-৪ সে. মি. নিচে কেটে দিতে হবে।

২. বাচ্চাকে পূর্বে বর্ণিত নিয়মানুসারে জন্মের পরপরই শালদুধ/সাধারণ দুধ খাওয়াতে হবে।

৩. যে বাচ্চার মায়ের দুধের পরিমাণ কম তাদেরকে বোতলে অন্য ছাগলের দুধ/বিকল্প দুধ (মিল্ক রিপ্লেসার) খাওয়াতে হবে। এক্ষেত্রে সবসময় ৩৮-৩৯° সে. তাপমাত্রার (হালকা গরম) দুধ খাওয়ানো উচিত।

৪. শীতের সময়ে বাচ্চাকে মায়ের সাথে চট/ছালা ঢাকা মাচায় ২৫-২৮° সে. তাপমাত্রায় রাখতে হবে।

৫. বাচ্চা যেন অতিরিক্ত দুধ না খায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে। অতিরিক্ত দুধ বাচ্চার ডায়রিয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৬. পাঁঠা বাচ্চাকে জন্মের ২-৪ সপ্তাহের মধ্যে খাসী করাতে হবে। প্রচলিত ওপেন পদ্ধতিতে খাসী করানো যায়। তবে এক্ষেত্রে যেন জীবাণু সংক্রামণ না হয় তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭. বাচ্চাকে প্রতিদিন পূর্বে বর্ণিত নিয়মে কিছু কিছু কাঁচা ঘাস খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হবে।

বাড়ন্ত ছাগলের খাদ্যব্যবস্থাপনা

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের ৩-১২ মাস সময়কালকে মূল বাড়ন্ত সময় বলা যায়। এ সময়ে যেসব ছাগল প্রজনন বা মাংস উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হবে তাদের খাদ্য পুষ্টি চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। দুধ ছাড়ানোর পর থেকে পাঁচ মাস পর্যন্ত সময়ে ছাগলের পুষ্টি সরবরাহ অত্যন্ত নাজুক পর্যায়ে থাকে। এ সময়ে একদিকে ছাগল দুধ থেকে প্রাপ্ত প্রোটিন ও বিপাকীয় শক্তি থেকে যেমন

বঞ্চিত হয় তেমনি মাইক্রোবিয়ালফার্মেন্টেশন থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি সরবরাহও কম থাকে। এজন্য এ সময়ে পর্যাপ্ত প্রোটিন সমৃদ্ধ দানাদার ও আঁশ জাতীয় খাদ্য দিতে হবে। ছাগল সাধারণত তার ওজনের ৪-৫% হারে শুষ্ক পদার্থ খেয়ে থাকে। সারণি ৩-এ বাড়ন্ত ছাগলের দৈনিক দানাদার খাদ্য ও ঘাসের পরিমাণ দেয়া হলো।

সারণি ৩ ঃ বাড়ন্ত ছাগলের দৈনিক খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ

আনুমানিক বয়স (মাস)	ছাগলের ওজন (কেজি)	দানাদার খাদ্য দৈনিক সরবরাহ (গ্রাম)	ঘাস/পাতা সরবরাহ/ চরানো (কেজি)
২	৪	১০০	০.৪
৩	৬	১৫০	০.৬
৪	৮	২০০	০.৮
৬	১০	২৫০	১.৫
৭	১২	৩০০	২.০
৯	১৪	৩৫০	২.৫
১১	১৬	৩৫০	৩.০
১২	>১৮	৩৫০	৩.৫

দানাদার খাদ্যের পরিমাণ সবুজ ঘাসের প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে। ঘাসের পরিমাণ ও গুণগত মান বেশি হলে দানাদার খাদ্যের পরিমাণ কমবে এবং পরিমাণ ও গুণগত মান কম হলে উপরোক্ত পরিমাণ দানাদার খাদ্যেই চলবে।

দুগ্ধবতী ও গর্ভবতী ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

দুগ্ধবতী ছাগল তার ওজনের ৫-৬ শতাংশ হারে খাদ্য খেয়ে থাকে। একটি তিন বছর বয়স্ক ২য় বার বাচ্চা দেয়া ছাগীর গড় ওজন ২০-২৫ কেজি হারে দৈনিক ১.০-১.৫ কেজি শুষ্ক পদার্থ খেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ০.৭৫-১.০ কেজি পরিমাণ শুষ্ক পদার্থ ঘাস থেকে (২-৩ কেজি কাঁচা ঘাস) বাকি ০.২৫-০.৪০ কেজি শুষ্ক পদার্থ দানাদার খাদ্য থেকে দেয়া উচিত। যেহেতু উপযুক্ত পরিবেশে ছাগী বাচ্চা দেয়ার ১.০-১.৫ মাসের মধ্যে গর্ভবতী হয় সেজন্য প্রায় একই পরিমাণের খাবার গর্ভাবস্থায়ও ছাগলকে দিতে হবে। বিএলআরআই-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, এই হারে খাওয়ালে ছাগল-

১. দৈনিক ৪০০-১০০০ গ্রাম পর্যন্ত দুধ দেয়,

২. গড়ে বাচ্চা দেয়ার ২১ দিনের মাথায় গরম হয়,

৩. বছরে দুই বার বাচ্চা দেয়,

৪. জন্মের সময় বাচ্চার গড় ওজন (<১.০ কেজি বনাম >১.৫ কেজি) হয়।

বাড়ন্ত ছাগল, প্রজননক্ষম পাঁঠা, দুগ্ধ ও গর্ভবতী ছাগলের জন্য নিম্নলিখিত দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ ব্যবহার করা যেতে পারে (সারণি ৪) ।

সারণি ৪ ঃ ছাগলের দানাদার খাদ্যের সাধারণ মিশ্রণ

উপাদান	পরিমাণ (%)
গম/ভুট্টা ভাঙ্গা/চাল	১২.০০
গমের ভুসি/আটা/কুঁড়া	৪৭.০০
খেসারি/মাষকলাই/অন্য ডালের ভুসি	১৬.০০
তিল/সরিষা/নারিকেল খৈল	২১.৫০
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	২.০০
লবণ	১.০০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫০
আনুমানিক মূল্য	৮-৯ টাকা (প্রতি কেজি)

ছাগলের আঁশ জাতীয় খাবার

কাঁচা ঘাস/কাঁচা পাতা

বর্তমানে আমাদের দেশে চারণভূমি নেই বললেই চলে । খামারিগণ সাধারণত পুকুর পাড়ে, রাস্তার ধারে, জমির আইলে ছাগল চরান । এ ক্ষেত্রে সাধারণত প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাওয়া যায়না । তাই বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল ঘাস যেমন: নেপিয়ার, পারা, স্প্লেনডিডা, খেসারি, মাষকলাই, জার্মান ইত্যাদি ছোট (১০×৫ বর্গ মিটার) জমিতে লাগিয়ে তা থেকে প্রয়োজনীয় (বিভিন্ন বয়সের ১০-১২টি ছাগলের জন্য দৈনিক ১২-১৪ কেজি) ঘাস সহজে সরবরাহ করা যায় । তাছাড়া বাড়ি, পুকুর পাড়, পতিত জমি ইত্যাদির পাশে ও উপরোক্ত জাতের ঘাসসহ কাঁঠাল গাছ, ইপিল ইপিল গাছ লাগিয়ে তা থেকে সরাবছর ঘাস ও পাতা সংগ্রহ করা যায় । শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা করে ঘাস/পাতার উৎপাদন অব্যাহত রাখা যায় ।

প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানো

ছাগলকে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করে প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানো যেতে পারে । এক্ষেত্রে ৮২% খড়ের সাথে ৩% ইউরিয়াও ১৫% চিটাগুড় মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে । অথবা খড়কে ৫% ইউরিয়া দ্বারা প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়ানো যেতে পারে । ঘাস বা খড়কে ১.৫-২ ইঞ্চি আকারে কেটে দেয়া উচিত । শুধু খড় খাওয়ালে খড়ের সাথে অ্যালজির পানি সরবরাহ করলে প্রয়োজনীয় ভিটামিন পাওয়া যায় ।

ছাগীর প্রজনন ব্যবস্থাপনা

যদিও একটি ছাগী ৫/৬ মাস বয়সে যৌবন প্রাপ্ত হয় কিন্তু ৭-৮ মাস বয়স (প্রায় ১১-১২ কেজি ওজন) না হওয়া পর্যন্ত পাল দেয়া উচিত নয় । পাল দেয়ার পূর্বে ছাগী সঠিক গরমে আছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে । ছাগীর গরম আসার লক্ষণগুলো হচ্ছে- মিউকাস নিঃসরণ, ডাকাডাকি

করবে, অন্য ছাগীর উপর উঠবে, ইত্যাদি। ছাগীর গরম নির্ণয় করলেই শুধু হবে না, জানতে হবে পাল দেয়ার সঠিক সময় কোনটি। ছাগী গরম হওয়ার ১২-৩৬ ঘন্টার মধ্যে পাল দেয়া উচিত। অর্থাৎ সকালে গরম হলে বিকেলে, আবার বিকেলে গরম হলে পরদিন সকালে পাল দিতে হবে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

ছাগলের খামারে রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য নিয়মিত টিকা, কৃমিনাশক ইত্যাদির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হয়। ছাগলের সবচেয়ে মারাত্মক রোগ পি পি আর এবং গোট পক্সের ভেক্সিন জন্মের ৩ মাস পরে দিতে হয়। বছরে দুবার কৃমিনাশক খাওয়ানো উচিত। এক্ষেত্রে বর্ষার প্রারম্ভে (এপ্রিল-মে) এবং বর্ষার শেষে (অক্টোবর-নভেম্বর) ব্রডস্পেক্ট্রাম কৃমিনাশক যেমন: নেমাফেক্স, রেলনেক্স ইত্যাদি খাওয়ানো যেতে পারে। তাছাড়া যকৃত কৃমির জন্য ফেসিনেক্স, ডোভাইন ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। কোনো ছাগলের চর্মরোগ দেখা দিলে তা ফার্ম থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। যে কোনো ছাগল খামারে প্রবেশ করানোর আগে কমপক্ষে ১৫-২০ দিন অন্য স্থানে রেখে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। খামারের সকল ছাগলকে ১৫-৩০ দিন পর পর ০.৫% মেলাথায়ন সলিউশনে ডিপিং করানো (চুবানো) উচিত। তাছাড়া ওলান পাকাসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগের জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

পাঁঠার ব্যবস্থাপনা

প্রজননক্ষম পাঁঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনা

পাঁঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনা বাড়ন্ত ছাগলের মতই। তবে প্রজননে সহায়তার জন্য প্রতিটি পাঁঠাকে দৈনিক ১০ গ্রাম গাঁজানো ছোলা দেয়া প্রয়োজন। একটি পাঁঠা ১০ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত প্রজননক্ষম থাকে। কোনভাবেই পাঁঠার শরীরে বেশি চর্বি জমতে দেয়া উচিত নয়। ২৮-৩০ কেজি ওজনের পাঁঠার জন্য দৈনিক সর্বোচ্চ ৪০০ গ্রাম পরিমাণ দানাদার খাবার দিতে হবে।

পাঁঠার প্রজনন ব্যবস্থাপনা

একটা পাঁঠা সাধারণত ৩/৪ মাস বয়সে যৌবন প্রাপ্ত হয় কিন্তু আট/নয় মাস বয়সের পূর্বে পাল দেবার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। কোন পাঁঠার শারীরিক দুর্বলতা, পঙ্গুত্ব বা কোনো যৌন অসুখ সমস্ত পালকে নষ্ট করে দিতে পারে। তাই সেদিকে অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে। দশটি ছাগীর জন্য একটি পাঁঠাই যথেষ্ট। একটি পাঁঠাকে সপ্তাহে ৭-১০ বারের বেশি প্রজনন কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়।

বাজারজাতকরণ

উৎপাদিত ছাগলের বাজারজাত খামারি সরাসরি নিজেই করবেন। এক্ষেত্রে পাঁঠীকে ৬-৭ মাসের মধ্যে এবং খাসীকে ১২ মাসের মধ্যে বিক্রি করবেন।

ছাগল খামারের আয়-ব্যয়

ছাগলের খামারে অর্জিত আয় ব্যয়ের হিসাব ৫ নং সরণিতে দেয়া হলো। এখানে প্রণিধানযোগ্য

যে, স্বল্প সংখ্যক (১০-১২টি) ছাগল পালনের মাধ্যমে দ্বিতীয় বছর হতে অর্জিত আয় আনুমানিক বছরে ৪,০০০-৬,০০০ টাকা। তবে ছাগল পালন পরিবারে বাড়তি আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করবে এবং প্রয়োজনে বিশেষত বিভিন্ন বিপদাপদ, পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান "জীবন্ত ব্যাংক" হিসেবে কাজ করবে। এতে খামারির অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।

সারণি ৫ ঃ ছাগলের খামারে ৫ বছরে বিভিন্ন বয়সের ছাগলের সংখ্যা ও আয়-ব্যয়

	বছর				
	১	২	৩	৪	৫
বছরের শুরু					
ছাগী	২	২	৪	৪	৪
বাড়ন্ত	-	১	৩	২	১
বাচ্চা	-	৪	৪	৬	৬
মোট	**২**	**৭**	**১১**	**১২**	**১১**
মৃত্যুঃ ছাগী					
বাড়ন্ত					
বাচ্চা	১	২	৩	৩	৩
বছরের শেষে					
ছাগী	২	৪	৪	৪	৫
বাড়ন্ত	৩	৭	৯	৮	৮
বাচ্চা	৪	৪	৬	৬	৮
মোট	**৯**	**১৫**	**১৯**	**১৮**	**২১**
বিক্রি					
খাসী	-	২	৩	৪	৪
বাড়ন্ত ছাগী	২	২	৪	৩	৪
ছাগল বিক্রি থেকে আয়	২×৬০০=১২০০	২×৬০০=১২০০ ২×২০০০=৪০০০	৪×৮০০=৩২০০ ৩×২০০০=৬০০০	৩×৮০০=২৪০০ ৪×২০০০=৮০০০	৪×৮০০=৩২০০ ৪×২০০০=৮০০০
মোট	**১,২০০**	**৫,২০০**	**৯,২০০**	**১০,৪০০**	**১১,২০০**
খরচ (বার্ষিক)	৪,০০০				
ছাগল					
খাদ্য	২,০০০	৩,০০০	৪,৫০০	৪,৫০০	৪,৫০০
ঔষধ	২০০	২০০	৩০০	৩০০	৩০০
অন্যান্য	১০০	১৫০	২০০	২০০	২০০
মোট	**৬,৩০০**	**৩,৩৫০**	**৫,০০০**	**৫,০০০**	**৫,০০০**
নীট লাভ		১,৮৫০	৪,২০০	৫,৪০০	৬,২০০

প্যাকেজের উদ্ভাবক ঃ ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী